মেমসাহেব

পম্পি ফিল্মসের নিবেদন নিমাই ভট্টাচার্য রচিত

মেম সাহেব

প্রযোজনা সংগীত : অসীমা ভট্টাচার্য চিত্রনাট্য পরিচালনা : পিনাকী মুখার্জী
চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সম্পাদনা : রবীন দাস। শিল্প-নির্দেশ : সুধীর খান। রূপসজ্জা : বসির আহমেদ, মুন্সীরাম শর্মা। শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, অতুল চ্যাটার্জী, সোমেন চ্যাটার্জী, রথীন ঘোষ। কর্মাধ্যক্ষ : সুধাকর ভট্টাচার্য্য। কর্মসচিব : শৈলেন দাস। ব্যবস্থাপনা : তাপস দাস। স্পেশাল এফেক্ট : রাওকো। সাজসজ্জা : কানাই দাস। শ্রীমতী সেনের কেশ-সজ্জায় : স্যান্ডা থাম্। সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী। প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র। স্থির চিত্র : স্টুডিও বলাকা। পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও। গীত রচনা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোল দ্বার খোল', কবি অতুল প্রসাদ সেনের 'বঁধু এমন বাদলে' অন্য গীত রচনা : মিন্টু ঘোষ। সহকারী সংগীত পরিচালনা : অলোক নাথ দে। দৃশ্য সংগঠন : গোপী সেন। কণ্ঠ সংগীতে : মান্না দে, অসীমা ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং বাণীচক্র ও সাহানা স্কুল অফ মিউজিকের (যাদবপুর) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

টেকনীসিয়ান্স এবং স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত।

পরিস্ফুটনে : গৌরী মুখার্জী, অজিত রায়, শৈলেন চ্যাটার্জী, পাঁচু সরকার, পীতাম্বর দাস, চণ্ডী পাল।

কাহিনী

সাংবাদিক অমিতের সঙ্গে কাজলের প্রথম দেখা শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব উপলক্ষে, দ্বিতীয়বার ফেরার পথে ট্রেনে, তৃতীয়বার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে এবং চতুর্থ সাক্ষাৎকারের সময় ওরা একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করার সুযোগ পায় হর্টি কালচার গার্ডেনে।

এই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দেখা-সাক্ষাতের মাঝখানে অনেকগুলো দিন কেটে গেছে আর ওরা জেনেছে একে অপরের বিষয় অনেক কথা।

কথা প্রসঙ্গে কাজল জানতে পারে অমিতের নিঃসঙ্গ-অসহায় জীবনের [illegible] এবং এও জানতে পারে অমিতের

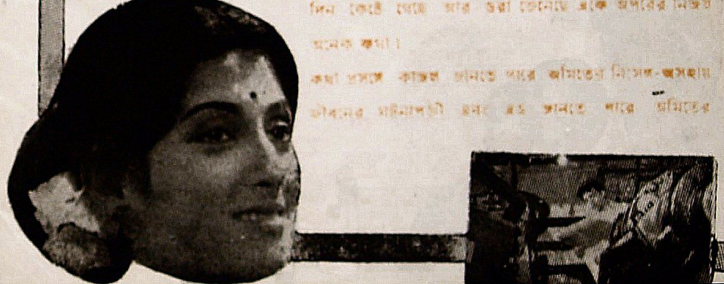

বর্তমানের পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টারের চাকুরীর মূলে লোকনাথ দা ও দোলা বৌদির অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগীতার কথা। কাজলও কথার ফাঁকে ফাঁকে বলে ফেলে নিজের এবং সংসারে বিধবা মা, মেজদি ও কাকার কথা।

সেই থেকে সুরু। এর মধ্যে কেউ বুঝলো না, কেউ জানলো না—কি ঘটে গেল। এ শুধু চোখের নেশা নয়, দেহের আকর্ষণও নয়, তারো কি যেন একটা আশ্চর্য টান অনুভব করেছিল দুজনেই। জীবনে এই প্রথম অমিত বুঝলো তার জীবনযুদ্ধের নতুন সেনাপতি হাজির—যে ওকে সহজে পরাজয় বরন করতে দেবে না, পিছিয়ে যেতে দেবে না, হারিয়ে যেতে দেবে না ভবিষ্যতের অন্ধকারে। আর কাজল জানলো এই সেই তার অন্তরঙ্গ-আপনজন যার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে সুখ-স্বর্গ রচনা সম্ভব

অনেকগুলো ছোটখাট ঘটনা বাদ দিয়ে বলতে হয়, কাজল ইতিমধ্যে এম, এ, পাশ করে একটা গার্লস কলেজে অধ্যাপনার চাকরী নিয়েছে আর এদিকে অমিতের চাকরীস্থলে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় অমিত যখন দিশেহারা তখন অমিতের মেমসাহেব অর্থাৎ কাজল ওকে সাহস যোগায়, উৎসাহ ও সান্ত্বনা দেয়। অবশেষে মেমসাহেবের পরামর্শ মত সামান্য একটা দেড়শো টাকা রিপোর্টারের চাকরী নিয়ে এবং অমিতের একান্ত আপন মেমসাহেবের নির্মাল্য আর ভালবাসা নিয়ে রাজধানী দিল্লীর পথে পাড়ি দেয়।

সেখানে গিয়ে নিজের অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কয়েক মাসের মধ্যে দিল্লীর মত অপরিচিত শহরে অমিত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আস্তে আস্তে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে

উঠতে থাকে। এদিকে কোলকাতায় অমিতহারা কাজলের বুকে নিঃসঙ্গতার পাহাড় জমে উঠে। অপরদিকে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘ ঘনীভূত হয়। ঝড় উঠে বাংলাদেশে 'শান্তি মিশনে' বেরিয়ে পড়েন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সঙ্গে সাথী হয়ে এই মিশনের সামিল হতে হয় সাংবাদিক অমিতকেও।

খবর পেয়ে সুদূর কোলকাতা থেকে দিল্লী ছুটে আসে মেমসাহেব অমিতকে বিদায় জানাতে।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দু'জনে মিলে একাকার হয়ে যায়। সেদিনের সে মিলনক্ষণের দিনটির কথা অমিতের জবানবন্দীতে: "সেদিন কোন পুরোহিত মন্ত্র পড়েন নি, কোন কুলবধূ শাঁখ বাজান নি, আত্মীয়-বন্ধু সাক্ষী রেখে আমরা মালা বদল করিনি কিন্তু তবু আমরা দু'জনে জেনেছিলাম আমাদের দু'টি জীবনের গ্রন্থিতে অচ্ছেদ্য বন্ধন পড়ল।

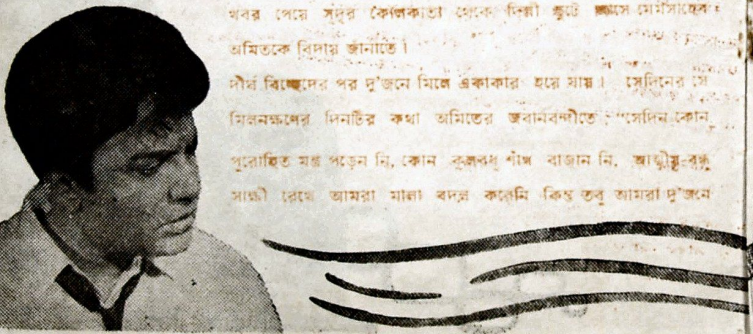

বিদেশে যাবার প্রাক্কালে ঠিক হ'ল দু'মাস পর তারা পরস্পর মিলিত হবে কোলকাতায় বিয়ের দিনটিতে। মেমসাহেবের দেওয়া ধুতি পাঞ্জাবী পরে অমিত আসবে বরবেশে আর মেমসাহেব বেনারসী শাড়ী পরে অমিতকে বরন করে নেবে।......

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমিত কি বিয়ের পিঁড়িতে বসে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিল—"যদিদং হৃদয়ং মম—"

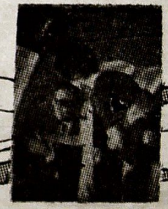

সংগীত

১

ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল
লাগলো যে দোল
স্থলে জলে বনতলে লাগলো যে দোল
দ্বার খোল দ্বার খোল ॥
রাঙ্গা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে
রাঙ্গা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে
রঙীন পাতায় আগে রাঙ্গা হিল্লোল ॥

বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে
মৌমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা
পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা
মাধবী বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল ॥

২

বধূ এমন বাদলে তুমি কোথা
বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা
আজি পড়িছে মনে মম কত কথা
বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা

গিয়াছে রবি শশী গগন ছাড়ি
বরষে বরষা বিরহ বারি
আজিকে মন চায় জানাতে তোমায়
হৃদয়ে হৃদয়ে শত ব্যথা ॥

দমকে দামিনী বিকট হাসে
গরজে ঘন ঘন মরি যে ত্রাসে
এমন দিনে হায় ভয় নিবারি
কাহার বাহু পরে রাখি মাথা
বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা
আজি পড়িছে মনে মম কত কথা ॥

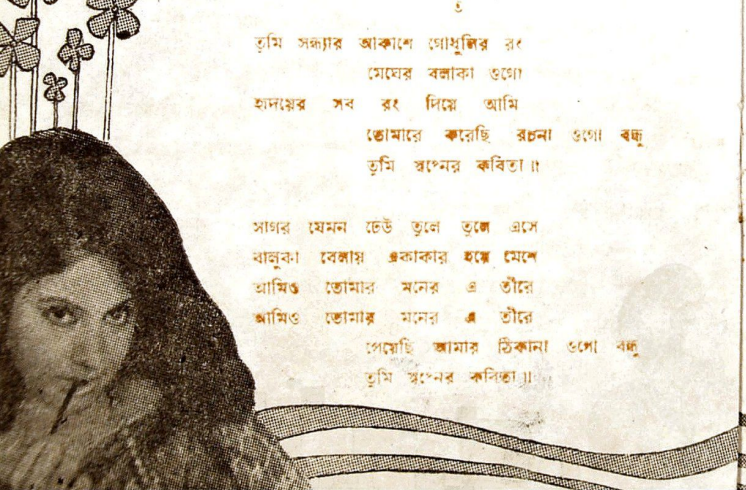

তুমি সন্ধ্যার আকাশে গোধুলির রং
মেঘের বলাকা ওগো
হৃদয়ের সব রং দিয়ে আমি
তোমারে করেছি রচনা ওগো বন্ধু
তুমি স্বপ্নের কবিতা ॥

সাগর যেমন ঢেউ তুলে তুলে এসে
বালুকা বেলায় একাকার হয়ে মেশে
আমিও তোমার মনের এ তীরে
আমিও তোমার মনের এ তীরে
পেয়েছি আমার ঠিকানা ওগো বন্ধু
তুমি স্বপ্নের কবিতা ॥

ওই দেহমন সারা অঙ্গনে দেখি তোমার কুলায় ধরা দিয়ে আমি
আমার সুরের আলপনা আঁকা সেকি তোমার কুলায় ধরা দিয়ে আমি
পাখীর মত আকাশের নীল থেকে পেয়েছি নতুন প্রেরণা ওগো বন্ধু
এসেছি যে ফিরে নীড়ের স্বপ্ন দেখে তুমি স্বপ্নের কবিতা ॥

৪

আহা—আজ বুঝি পাখীরা
হারানোর আবেশে মেতেছে পাখা যে
সোনালী সোনালী আলোতে হৃদয় মাখা যে

আজ বুঝি পাখীরা
হারানোর আবেশে মেতেছে পাখা যে
সোনালী সোনালী আলোতে হৃদয় মাখা যে

যা দেখি এই রূপে সবি রঙে রঙে মেশা কি
দুচোখে জড়ানো শুধু হারানোর-ই নেশা কি
রাঙোলী মেঘেরা আকাশে রয়েছে আঁকা যে

এই যে খুশীর স্রোতে হারিয়ে হারিয়ে পথ চলা
নীরবেই বলে যায় কত কথা ছিল না বলা
হারিয়ে হারিয়ে পথ চলা
মনে হয় এই পথে চলি নিরুদ্দেশে হারিয়ে
পড়ে থাক চিরদিন শুধু স্মৃতিগুলো ছড়িয়ে
দুজনে কুজনে এ বাতাস ভরিয়ে রাখা যে

আজ বুঝি পাখীরা
হারানোর আবেশে মেতেছে পাখা যে
সোনালী সোনালী আলোতে হৃদয় মাখা যে

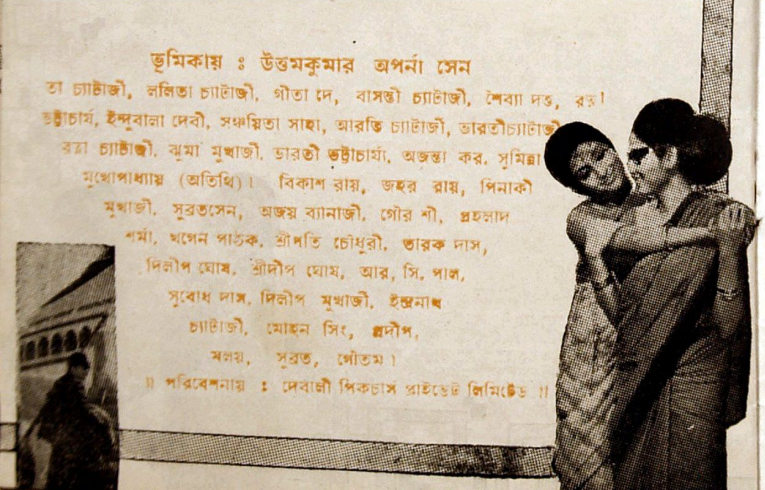

ভূমিকায় ঃ উত্তমকুমার অপর্না সেন

তা চ্যাটার্জী, ললিতা চ্যাটার্জী, গীতা দে, বাসন্তী চ্যাটার্জী, শৈব্যা দত্ত, রত্না ভট্টাচার্য, ইন্দুবালা দেবী, সঞ্চস্মিতা সাহা, আরতি চ্যাটার্জী, ভারতীচ্যাটার্জী, রত্না চ্যাটার্জী, ঝুমা মুখার্জী, ভারতী ভট্টাচার্য্য, অজন্তা কর, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় (অতিথি)। বিকাশ রায়, জহর রায়, পিনাকী মুখার্জী, সুব্রতসেন, অজয় ব্যানার্জী, গৌর শী, প্রহলাদ শর্মা, খগেন পাঠক, শ্রীপতি চৌধুরী, তারক দাস, দিলীপ ঘোষ, শ্রীদীপ ঘোষ, আর, সি, পাল, সুবোধ দাস, দিলীপ মুখার্জী, ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, মোহন সিং, প্রদীপ, মলয়, সুব্রত, গৌতম।

॥ পরিবেশনায় ঃ দেবাজী পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায় ঃ শ্যামল চক্রবর্ত্তী, রঞ্জন মজুমদার। চিত্রগ্রহণে ঃ অনিল ঘোষ, সুধাময় ঘোষ। সম্পাদনায় ঃ সুনীল ব্যানার্জী। দৃশ্যপট ঃ নব, বলরাম। ব্যবস্থাপনায় ঃ রামস্বরূপ, মহেন্দ্র, রমণী, শব্দগ্রহণে ঃ বাবাজী, বীরেন। সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় ঃ বলরাম বারুই। প্রচারে ঃ বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী। আলোক সম্পাতে ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কুহার, রাম দাস, হংসরাজ, শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত, ডাগ্গু সিং, হরিপদ হাইত, গুণনিধি লস্কা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ মাননীয় জি, এস, ধীলন অধ্যক্ষ, লোকসভা। মাননীয় শ্রী জি, জি, সোয়েল উপাধ্যক্ষ, লোকসভা। শ্রীদীপচাঁদ কাংকারিয়া, শ্রীসর্দ্দারমল কাংকারিয়া, শ্রীঅসিত চৌধুরী, শ্রীদিলীপ মুখার্জী, শ্রীসুনীল রায়চৌধুরী, শ্রীবি, সি, মজুমদার, দিল্লী। শ্রীমতী অভিনন্দা সেনগুপ্তা দিল্লী। শ্রীসমীর দাঁ, শ্রীরবীন গোস্বামী ও সম্প্রদায়, শ্রীবব্ দাস, দীপেন ভট্টাচার্য্য, অসীম সরকার, প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরো, ভারত সরকার। ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটি। দিল্লী পুলিশ বিভাগ, পর্যটন বিভাগ, হরিয়ানা রাজ্য সরকার। পালাম বিমান বন্দরের কর্মীবৃন্দ। আনন্দ বাজার পত্রিকা। যুগান্তর পত্রিকা। সিনে অ্যাডভান্স। কমলালয় ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। সাউথ পয়েন্ট স্কুল। নিউ এম্পায়ার সিনেমা ও কর্মীবৃন্দ। এয়ার ইণ্ডিয়া। রয়েল এগ্রি হর্টিকালচার গার্ডেন। বিড়লা অ্যাকাডেমী এবং আঠারো বাড়ী।

মুদ্রনে ঃ দি প্রিন্টোরিয়েন্ট, ৩২/১৩/বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

আমাদের পরবর্তী

প্রচেষ্টা—

অসীমা ভট্টাচার্য্য প্রযোজিত ও সুরারোপিত

ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত

কালো হরিণ চোখ

উত্তম

অর্পণা

অভিনীত

চিত্রনাট্য পরিচালনা :

সুশীল মজুমদার